১২৭২৩

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১৭৯২৪২১৯১/২৭৯৫/ নথি নং-৫০-৮৭ তারিখঃ২৭ .০১.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন শাহজালাল (রহ.) সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটি কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে সুপার পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা, সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করেই বেতন-ভাতাদি স্থগিত রাখার বিষয়ে মাদ্রাসার সুপার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ একখানা অভিযোগপত্র বোর্ডে দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)। এছাড়া সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার এর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, স্বাক্ষর জালিয়াতি, বিধি বহির্ভূতভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের অপসারণ ও বরখাস্ত করাসহ বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ করে দাতা সদস্য শাহীন তালুকদার ও অভিভাবক সদস্য মোঃ আক্তারুজ্জামান অত্র বোর্ডে অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় উপরিল্লিখিত অভিযোগসহ মাদ্রাসার সার্বিক বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৯ (নয়) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

২৪.০১.১৮
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/২৩৩১৭৯২৪২১৯১/________/ নথি নং-______ তারিখঃ .০১.২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১. জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৪. সভাপতি, শাহজালাল (রহ.) সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৫. অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত সুপার, শাহজালাল (রহ.) সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৬. জনাব শাহীন তালুকদার (দাতা সদস্য), গ্রাম- হিলালপুর, ডাকঘর- দুবাই বাজার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৭. জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান (অভিভাবক সদস্য), গ্রাম- দুবাই বাজার, ডাকঘর- দুবাই বাজার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৮. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: শাহীন তালুকদার

Name: SHAHIN TALUKDER

পিতা: মৃত মোঃ আঃ কাইয়ুম তালুকদার

মাতা: লিলি আক্তার

Date of Birth: 19 Nov 1972

ID NO: 1972361055900016

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: হাজী বাড়ী ৫০৩, গ্রাম/রাস্তা: হিলালপুর, হিলালপুর, ডাকঘর: দুবাঈ বাজার - ৩৩১০, বাহুবল, হবিগঞ্জ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

প্রদানের তারিখ: ২৭/১০/২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আকতারুজ্জামান (সাজু)
Name: ARTARUZZAMAN (SAJU)
পিতা: মোঃ মুর্তজা মিয়া
মাতা: মোছাঃ মায়া বিবি
Date of Birth: 20 Oct 1983
ID NO: 3610559348750

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: ভুরাই বাজার, ভুরাই বাজার, ডাকঘর: ভুরাই বাজার - ৩৩১০, বাহুবল, হবিগঞ্জ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
প্রদানের তারিখ: ০২/০৬/২০০৮

বরাবর,

রেজিস্ট্রার মহোদয়,
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয় ঃ হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের আর্থিক অনিয়ম,স্বাক্ষর জালিয়াতি, বিধি বহির্ভূত ভাবে শিক্ষক কর্মচারী অপসারণ ও বরখাস্তের দায়ে সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগসহ অনাস্থা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসার (কোড নং- ১২৯২০) ম্যানেজিং কমিটির যথাক্রমে দাতা সদস্য ও অভিভাববক সদস্য (দাখিল স্তর)। অত্র মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের পর ভারপ্রাপ্ত সুপারের অদক্ষ সিদ্ধান্তের কারণে দীর্ঘ প্রায় ০৫ (পাঁচ) মাস টানা হেচড়ার পর বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অত্র কমিটি অনুমোদন হওয়ার পর থেকেই মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার অপরাপর কয়েকজন সদস্যকে বশীভূত করে মাদরাসার আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও কোন কোন শিক্ষক কর্মচারীগণকে অপসারণ, বরখাস্ত ও হয়রানী করে আসছে। মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল আহাদ তালুকদার ও ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব সাইফুর রহমান অপরাপর কয়েকজন সদস্যকে বশীভূত করে মাদরাসার আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষক কর্মচারীগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধি বহির্ভূত ভাবে অপসারণ, বরখাস্ত ও হয়রানীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক অভিযোগসহ অনাস্থা প্রদান করিলাম। অভিযোগ সমূহ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ বিগত ০৫/০৯/২০১৬খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত বর্তমান সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার ম্যানেজিং কমিটির কোন সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন ছাড়াই মাদরাসার চলতি হিসাব নং- ১২৭১, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, দুবাই হাজীগঞ্জ বাজার শাখা থেকে প্রায় ৩,৮৭,০০০/- (তিন লক্ষ সাতাশি হাজার) টাকা উত্তোলন করে এর মধ্যে প্রায় ২,৬২,০০০/- (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা নিয়ম বহির্ভূত ভাবে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। এবং বিগত ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ১১ (এগার) জন সদস্য কর্তৃক নমিনেশন ফি বাবত ৩৩,০০০/- (তেত্রিশ হাজার) টাকা সহ মাদরাসার বিভিন্ন খাতের টাকা ভারপ্রাপ্ত সুপার আত্মসাৎ করেছেন। আর্থিক এ অনিয়মের বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

দুই ঃ বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন হওয়ার পর বিগত ১৫/০২/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সভার ২নং আলোচ্য সূচি মোতাবেক ০৩ সদস্যের অর্থ উপ-কমিটি গঠন করে আমি ২নং অভিযোগকারী মোঃ আক্তারুজ্জামান কে আহ্বায়ক মনোনয়ন করলেও পরবর্তীতে দেখতে পাই যে, সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের বশীভূত অভিভাবক সদস্য জনাব ইউসুফ আলীকে আহ্বায়ক করে রেজুলেশন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক আলোচনার পর আমরা তা মাদরাসার শৃংখলার স্বার্থে মেনে নেই। অর্থ উপ-কমিটিকে মাদরাসার আর্থিক হিসাব তদন্ত কমিটিতে পরিণত করে মাদরাসার ২০১২-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত মাদরাসার অর্থ সংক্রান্ত হিসাব তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। যাতে উক্ত তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে আমি ২নং অভিযোগকারীও স্বাক্ষর করি। তদন্ত প্রতিবেদনে সম্পূর্ণরূপে আর্থিক অনিয়ম পরিলক্ষিত হলেও তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও অন্য সদস্য শিক্ষক মোঃ জালাল মিয়া বিষয়টি এরিয়ে যান। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ২নং ও ৩নং পাতায় মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপারের আর্থিক অনিয়ম ও আত্মসাতের বিষয়টি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। অন্যান্য শিক্ষকরাও হাজার হাজার টাকা ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই ক্যাশ টু ক্যাশ নিজ নিজ দায়িত্বে ব্যয় করেন। যা সম্পূর্ণরূপ নিয়ম বহির্ভূত ও আত্মসাৎই বটে।

চলমান পাতা-২

মাদরাসার সহকারী মৌলভী ছায়েদুর রহমান লক্ষ লক্ষ টাকা পরীক্ষা ও অন্যান্য বাবদ উত্তোলন করে ক্যাশ টু ক্যাশ নিজ দায়িত্বে রেখেই খরচ করে ৬০,৫৭৫/- (ষাট হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা মাদরাসাকে ঋণগ্রস্থ করে তিনি ঋণ পরিশোধ বাবদ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা নেন এবং বাকী ৪০,৫৭৫/- (চল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা মাদরাসার ঋণ দেখান। মাদরাসারা টাকা আত্মসাৎ এহেন আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে বিধি সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি। (তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত)

তিন ঃ বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত ২৬/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে সভাপতি নির্বাচনের জন্য মাদরসার ভারপ্রাপ্ত সুপার সভা আহ্বান করে কমিটির নির্বাচিত সদস্য জনাব গোলাম মোস্তফা কে সভার সভাপতি করে মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব আব্দুল আহাদ তালুকদার কে সভাপতি ও জনাব মোঃ ইমান আলী কে বিদ্যোৎসাহী সদস্য নির্বাচিত করা হয়। যা সম্পূর্ণরূপে বিধি বহির্ভূত। ভারপ্রাপ্ত সুপারের এ অদক্ষ কার্যক্রমে উক্ত ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের জন্য মাদরাসার আর্থিক চরম ক্ষতি হয়।

চার ঃ মাদরাসার নিজস্ব গাছ কাটা ও পুকুরের মাছ বিক্রির বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিষয়টি এরিয়ে যান।

পাঁচ ঃ ম্যানেজিং কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বা অনুমোদন ছাড়াই সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার মাদরাসার কোন কোন শিক্ষক কর্মচারীকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে মাদরাসার চরম আর্থিক ক্ষতি করে চলেছেন।

ছয় ঃ ম্যানেজিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ না করে একই সঙ্গে দুইটি রেজুলেশন খাতা ব্যবহার করা হচ্ছে। যা গত ১৭/১০/২০১৭খ্রিঃ তারিখে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয় কর্তৃক তদন্তে প্রকাশ পায়। একটি খাতায় সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের মনোপুত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে বশীভূত সদস্যদের স্বাক্ষর নিয়ে নেন।এবং আমি ১নং অভিযোগকারী মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির দাতা সদস্য শাহিন তালুকদারের স্বাক্ষর জালিয়াতি করেন।

সাত ঃ (ক) মাদরসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কোন সভায় কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে অপসারণ ও বরখাস্তের বিষয়ে কোন সভায় কোন আলোচনা বা উক্ত বিষয়ে কোন আলোচ্য বিষয়ই আমাদের জানামতে ছিল না। কিন্তু দেখা গেল যে, মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব সাইফুর রহমান বিগত ১১/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভার ৩নং আলোচ্য সূচির আলোকে মাদরাসার নিম্নমান সহকারী জনাব নোমান হোসেন কে সাময়িক বরখাস্ত দেখিয়ে গত ১৮/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ভারপ্রাপ্ত সুপার স্বাক্ষরিত পত্র প্রদান করেন। বিগত ১৭/১০/২০১৭খ্রিঃ তারিখে মাদরসার অফিস সহকারী জনাব নোমান হোসেন কে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে সাময়িক বরাখাস্তের ব্যাপারে বাহুবল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয় সরজমিনে মাদরাসায় গিয়ে তদন্তকালে মাদরাসার সুপার জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ গোলাপ সাহেব কোথায় জানতে চাইলে, মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার সাইফুর রহমান জানান, সুপার সাহেবকে নাকি ১১/০৫/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভার ২নং আলোচ্য সূচির আলোকে অপসারণ করা হয়েছে। যা আদৌ আমাদের জানা নেই এবং বাহুবল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয়কে এ বিষয়ে অবহিত না করার কারণে তিনি ভারপ্রাপ্ত সুপারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

চলমান পাতা-৩

উল্লেখ্য যে, মাদরাসার সুপার জনাব হারুনুর রশিদ কে অপসারণ ও নিম্নমান সহকারী নোমান হোসেন কে সাময়িক বরখাস্ত বিষয়ে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কোন সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ই আমাদের জানামতে ছিল না বা এতদসংক্রান্ত কোন আলোচনা আদৌ কোন সভায় হয়নি। বিগত ১১/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখ ও ১১/০৫/২০১৭খ্রিঃ তারিখের ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ ভারপ্রাপ্ত সুপারের হাতের লেখা ও স্বাক্ষরিত ফটোকপি সংযুক্ত করিলাম।

(খ) বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষকের চাকুরি বিধি ১৯৭৯ এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর প্রবিধান মালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) মতে এডহক কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান না থাকলেও বিগত ১১/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে অত্র মাদরাসার এডহক কমিটির সভায় সম্পূর্ণরূপে বিধি বহির্ভূতভাবে ও অবৈধ ভাবে বিধি লংঘন করে সুপারকে সাময়িক বরখাস্ত করে সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করে সম্পূর্ণ বেতন ভাতাদি স্থগিত রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মাদরাসার শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ প্রবিধান মালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) মোতাবেক প্রবিধান ৩৩ এর ৬ এ উল্লেখ আছে- শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়োগ বা তাদের অপসারণ বা বরখাস্তকরণ বা কোন শিক্ষার্থীকে বহিস্কার সংক্রান্ত কোন আলোচ্য সূচি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত না থাকিলে উহা উক্ত সভায় আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।এ রূপ সিদ্ধান্ত নিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যা বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অমান্যকরণ, অর্থ আত্মসাৎ ও আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার স্পষ্ট বাস্তব প্রমান।

আট ঃ মাদরাসার অফিস সহকারী নোমান হোসেন কে বিধি বর্হিভূত ভাবে সাময়িক বরখাস্ত করলে বাহুবল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয়ের হস্তক্ষেপে তা প্রত্যাহার করা হয়।

নয় ঃ মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের এহেন কার্যক্রম বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার মুখে পড়ে সভাপতি মহোদয় এর দায়ভার ভারপ্রাপ্ত সুপারের উপর চাপিয়ে তাৎক্ষণিক সভা আহ্বান করে ভারপ্রাপ্ত সুপার সাইফুর রহমানকে এক মাসের ছুটি দিয়ে মাদরাসার সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক জনাব রজব আলীকে ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব প্রদান করেন।

মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনিয়ম এবং বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অমান্যকরণের দায়ে সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সহ অনাস্থা প্রদান করিলাম।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা যে, উপরোক্ত অভিযোগগুলো বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর প্রবিধানমালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত), বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষক চাকুরী বিধি ১৯৭৯ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩১. ০০৭.১৫-৯৯৪ তারিখ-০৬/০৮/২০১৭ইং রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্রের আলোকে যাচাই করে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে অপসারণ ও সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব হারুনুর রশিদ কে পূনঃ বহাল করে স্থগিত রাখা বেতন ভাতাদি প্রদানের আদেশ দানে এবং মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপার যথাক্রমে- জনাব আব্দুল আহাদ তালুকদার ও সাইফুর রহমান কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, অর্থ আত্মসাতের দায়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ও বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা

চলমান পাতা-৪

অমান্য করণের দায়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধান মালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর প্রবিধান ৩৮ মোতাবেক সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারের পদ বাতিল পূর্বক ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসনিক কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে এ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে আপনার সুমর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

তারিখঃ ০৮/১২/২০১৭ ইং

০৮/১২/১৭

১। শাহীন তালুকদার
দাতা সদস্য
ম্যানেজিং কমিটি
শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসা
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

মোঃ আক্তারুজ্জামান
০৮/১২/১৭

২। মোঃ আক্তারুজ্জামান
অভিভাবক সদস্য (দাখিল স্তর)
ম্যানেজিং কমিটি
শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসা
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

মোবাইল নং-০১৭১৬-৪৬৫২৭০

সংযুক্তি ঃ
১। মূল আবেদন- ০৪ পাতা।
২। তদন্ত প্রতিবেদন- ০৮- পাতা।
৩। অফিস সহকারীর বরখাস্তের পত্র ০১ পাতা।
৪। সভার নোটিশ- ০২ পাতা।
০৫। এডহক কমিটির ফটোকপি- ০১ পাতা।
৬। ম্যানেজিং কমিটির ফটোকপি- ০১ পাতা।
৭। এডহক কমিটি কর্তৃক সুপারের বরখাস্তের পত্র- ০১ পাতা।
৮। অফিস সহকারীর বরখাস্ত প্রত্যাহারের কপি- ০১ পাতা।
৯। হাই কোর্টের রিট পিটিশনের কপি – ০১ "

অনুলিপিঃ-

০১. মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২. জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ।
০৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
০৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

বরাবর,

রেজিস্ট্রার মহোদয়,
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয় ঃ বিধি বহির্ভূত ভাবে মাদরাসার এডহক কমিটি কর্তৃক অবৈধ ভাবে সাময়িক বরাখাস্ত করে সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করেই সম্পূর্ণ বেতন ভাতাদি স্থগিত রাখার অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরসার (কোড নং- ১২৯২০) প্রতিষ্ঠাতা সুপার। বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষকের চাকুরি বিধি ১৯৭৯ এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর প্রবিধান মালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) মতে এডহক কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান না থাকলেও বিগত ১১/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে অত্র মাদরাসার এডহক কমিটির সভায় সম্পূর্ণরূপে বিধি বহির্ভূতভাবে ও অবৈধ ভাবে বিধি লংঘন করে আমাকে (সুপারকে) সাময়িক বরখাস্ত করে সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করে সম্পূর্ণ বেতন ভাতাদি স্থগিত রাখা হয়।

এ ব্যাপারে আমি (সুপার) বারবার যোগাযোগ করেও কোন সমাধান না পেয়ে বিগত ০২/০৮/২০১৬খ্রিঃ তারিখে মাদরাসার এডহক কমিটির সভাপতি ও বাহুবল উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সাইফুল ইসলাম মহোদয় বরাবরে বকেয়াসহ স্থগিত রাখা বেতন ভাতা ছাড় দেওয়ার জন্য আবেদন করলে তিনি সভাপতি বাহুবল উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সাইফুল ইসলাম মহোদয় শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর/২০১৬খ্রিঃ অর্থাৎ এক মাসের খোরপোষ ছাড় দেন।

বিগত ০৫/০৯/২০১৬খ্রিঃ তারিখে মাদরাসার বর্তমান কমিটি অনুমোদন হওয়ার পর আমি (সুপার) আবেদন নিবেদন করলে ও বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি বিভিন্ন ভাবে হয়ারনী করে চলেছে। ফেব্রুয়ারী/২০১৬খ্রিঃ থেকে আগষ্ট/২০১৬খ্রিঃ, অক্টোবর/২০১৬খ্রিঃ থেকে সেপ্টেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত বিধি বহির্ভূতভাবে এডহক কমিটি ও মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি আমাকে (সুপারকে) বেতন-ভাতাদি সম্পূর্ণ স্থগিত রেখে আদৌ আমাকে (সুপারকে) সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করা হচ্ছে।

বিগত ১৯/১১/২০১২খ্রিঃ তারিখে অত্র মাদরাসায় অতর্কিত ভাবে হামলা করে ভাংচুর এবং কর্মচারী ও শিক্ষকদের মারধরের ঘটনায় মাদরাসার তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি সুপার বাদী হয়ে বাহুবল মডেল থানায় মামলা দায়ের করলে বাহুবল মডেল থানা উক্ত মামলা দ্রুত বিচার আইনে রুজু করে। মামলা নং- দ্রুত জি.আর-১৮/১২ (বাহুবল)। উক্ত মামলা সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত ০৬ জনকে দোষী সাব্যস্থ করে ০২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলে উক্ত মামলার এজাহারভূক্ত ১নং আসামী (মামলার চার্জশিটে আসামী কর্তৃক বশীভূত হয়ে আই/ও Not Sentup in CS)) মাদরাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল আহাদ তালুকদার আক্রোশমূলক ভাবে ভারপ্রাপ্ত সুপার ও অপরাপর কয়েকজন সদস্য কে বশীভূত করে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আমাকে (সুপারকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করে যাচ্ছেন। মামলাটি বর্তমানে আপীলে আছে।

চলমান পাতা-২

আমি সুপার একজন নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক। মাদরাসার চাকুরিই আমার (সুপারের) পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। বিগত ফেব্রুয়ারী/২০১৬খ্রিঃ থেকে আগষ্ট/২০১৬খ্রিঃ এবং অক্টোবর/২০১৬খ্রিঃ থেকে সেপ্টেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত আমার (সুপারের) বেতন ভাতাদি স্থগিত রাখায় আমি পরিবার পরিজন নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছি। উক্ত বিষয়ে অনতি বিলম্বে আপনার সার্বিক সহযোগিতা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয় সমীপে প্রার্থনা বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষকের চাকুরি বিধি ১৯৭৯ এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর প্রবিধান মালা ২০০৯ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত তারিখ- ৬ আগষ্ট ২০১৭খ্রিঃ স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩১.০০৭.১৫-৯৯৪ রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্রের আলোকে ফেব্রুয়ারী/২০১৬খ্রিঃ থেকে আগষ্ট/২০১৬খ্রিঃ এবং অক্টোবর/১৬খ্রিঃ থেকে সেপ্টেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত স্থগিত রাখা বেতন ভাতাদি ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অবৈধ ভাবে / বিধি বহির্ভূত ভাবে সাময়িক বরখাস্তের পত্র প্রদান না করায় সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের জন্য মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটিকে আদেশ দানে আপনার কৃপা দৃষ্টি ও বিহিতাদেশ কামনা করছি।

বিনীত

তারিখ ঃ ৩০/১০/২০১৭খ্রিঃ।

(মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ)
সুপার
শাহজালাল (র.) সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসা
ডাক- ডুবাঐ বাজার, উপজেলা- বাহুবল, জেলা- হবিগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম- মহব্বতপুর, ডাক- মানিকা বাজার,
উপজেলা- বাহবল, জেলা- হবিগঞ্জ।
মোবা ঃ ০১৭৪০-৯২৪২১৯।

সংযুক্তি ঃ
১। মূল আবেদন ০২ পাতা।
২। এডহক কমিটির ফটোকপি- ০১ পাতা।
৩। ম্যানেজিং কমিটির ফটোকপি- ০১ পাতা।
৪। বাহুবল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় বরাবরে আবেদনের ফটোকপি- ০১ পাতা।
৫। দ্রুত-জিআর-১৮/১২ (বাহুবল) মামলার ফটোকপি ০৩ পাতা।
৬। ব্যক্তিগত ব্যাংক স্টেইটমেন্ট ২ পাতা।
৭। হাইকোর্টের রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের কপি- ০১ পাতা।

অনুলিপি ঃ
১। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয়, হবিগঞ্জ।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

মো: হারুনুর রশিদ

নাম: মোঃ হারুনুর রশিদ
Name: MD. HARUNUR RASHID
পিতা: মৃত আছাব আলী
মাতা: মোছাঃ মালেকা বানু
Date of Birth: 01 Jan 1977
ID NO: 3610571355574

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: মহব্বতপুর, মহব্বতপুর, ডাকঘর: মানিকা বাজার - ৩৩১০, বাহুবল, হবিগঞ্জ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ: ০৩/০৬/২০০৮